ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 49 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২০৪ ● কলকাতা ● ১১ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● সোমবার ● ২৮ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 14

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

নিঃসৃত প্রত্যেক শব্দ সত্য মনে হত। তিনি যখন বলতেন, তখন কানে এরকম সংকেত হত যে তাঁর শব্দকে শব্দের আভামণ্ডলের সঙ্গেই গ্রহণ করা যাক। গত তিন দিনে সাধারণত খুব কমই বলেছেন আর যা বলেছেন তা আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যই বলেছেন। তাঁর শব্দেও নিশ্চয়তা ছিল। আমরা কোথায় যাচ্ছি, তা নিশ্চিত তাঁর জানা ছিল। আমরা কেন যাচ্ছি, এটাও নিশ্চিত জানা ছিল। আগের সারা ভবিষ্যত নিশ্চিত ছিল- যা তিনি জানতেন, আমি নয়। সেইজন্যে তিনি নিশ্চয়তায় ভরা ছিলেন। কিন্তু আমি জানতাম না, তাই আমি অনিশ্চয়তায় ভরা ছিলাম। জানি না কেন, তাঁকে আমি দূরে থেকে দেখতে পারতাম, কিন্তু কাছে

ক্রমশঃ

আমার কাছে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকেও অভিযোগ এসেছে, বীরভূমে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বীরভূমে পাচার-কাণ্ডে সরাসরি রাষ্ট্রপতি ভবনের নাম টেনে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার বোলপুরের গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই মন্তব্যে কার্যত প্রশাসন, বিরোধী দল এবং নিজের দলের একাংশ— তিন দিকেই স্পষ্ট বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বীরভূমের রাজনৈতিক সমীকরণে এই মন্তব্য কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাই এখন দেখার।প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহলের একাংশ যে পাচারের সঙ্গে যুক্ত, সে কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরে এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এখানে এখনও অনেক রকমের পাচার চলে। আমি নিশ্চিতভাবে বলছি, অন্য রাজনৈতিক দলের একাংশ এর সঙ্গে যুক্ত। প্রশাসনের কিছু লোকও যুক্ত। নামগুলো আমি জানি, তবে এখনই বলছি না।"

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী

এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

BHABANI CHILD INSTITUTE

Estd.: 1993

ADMISSION IS GOING ON

• Nursery class for academic year 2025 will commence from Wednesday, 4th December, 2024.

• Number of seats is limited. Parents are informed to contact the below mobile numbers for further information.

ADMISSION TIME- 9 AM TO 1 PM.

CONTACT- 9083249944, 9083249933, 9083249922

দৃষ্টিশক্তির জন্য কর্নিয়া প্রতিস্থাপন একটি বিকল্প: ডঃ আগরওয়াল

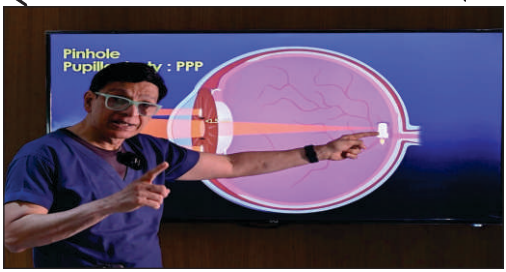

ঊষা পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক

চেন্নাই, ২৭ জুলাই ২০২৫ (এজেন্সি) বিখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডঃ অমর আগরওয়াল বলেছেন যে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলা লক্ষ লক্ষ রোগীর জন্য কর্নিয়া প্রতিস্থাপন একটি বিকল্প, তবে এই অস্ত্রোপচার ঝুঁকিপূর্ণ। এখন পিনহোল পিউপিলোপ্লাস্টি (পিপিপি) সার্জারি গ্রহণ করা যেতে পারে।

ডঃ আগরওয়াল একটি সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেন। তিনি বলেন যে পিনহোল পিউপিলোপ্লাস্টি (পিপিপি) একটি অস্ত্রোপচার কৌশল যেখানে সেলাইয়ের সাহায্যে পিউপিলকে একটি ছোট কেন্দ্রীভূত আকারে ঢালাই করা হয়, যা অনিয়মিত কর্নিয়া রোগীদের দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে।

ডঃ আগরওয়ালের চক্ষু হাসপাতাল গ্রুপের চেয়ারম্যান ডঃ আগরওয়াল বলেছেন যে কর্নিয়া প্রতিস্থাপন অস্ত্রোপচারের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি বহন করে, দীর্ঘমেয়াদী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দমনের প্রয়োজন হয় এবং দাতা কর্নিয়ার প্রাপ্যতার উপর নির্ভরশীল, যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

প্রখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ আগরওয়াল সম্প্রতি দেশে পিনহোল পিউপিলোপ্লাস্টি নামে একটি বিপ্লবী কৌশল চালু করেছেন, যা কর্নিয়া প্রতিস্থাপনের একটি সহজ এবং অত্যন্ত কার্যকর বিকল্প বলে দাবি করা হচ্ছে। রাশিয়া, ভিয়েতনাম এবং মিশর সহ বেশ কয়েকটি দেশে এই কৌশলটি ইতিমধ্যে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে।

তিনি বলেন, এই কৌশলটি বিশ্বব্যাপী কর্নিয়ার ঘাটতির সমাধান, যার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্ধত্বের মুখোমুখি হচ্ছে। এই কৌশলটি এমন ক্ষেত্রে একটি নিরাপদ এবং কার্যকর বিকল্প হিসেবে কাজ করে যেখানে কর্নিয়া প্রতিস্থাপন ঝুঁকিপূর্ণ বা অবাস্তব।

ডাঃ আগরওয়াল দাবি করেছেন যে এই পদ্ধতিটি কেরাটোকোনাস, দাগ বা উচ্চ-ক্রমের বিকৃতির মতো অবস্থার কারণে কর্নিয়ার অস্বাভাবিকতাযুক্ত রোগীদের দৃষ্টিশক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে, প্রায়শই চশমা বা কন্টাক্ট লেন্সের প্রয়োজন দূর করে।

ডাঃ আগরওয়াল বলেন যে এটি একটি ন্যূনতম আক্রমণাত্মক অস্ত্রোপচার পদ্ধতি যেখানে আগত আলো ফিল্টার করার জন্য আইরিসে একটি ছোট, কাস্টম-আকারের কেন্দ্রীভূত খোলা (পিনহোল) তৈরি করা হয়। এই পিনহোল পেরিফেরাল বিকৃত রশ্মিকে ব্লক করে এবং শুধুমাত্র ফোকাসড রশ্মিকে রেটিনায় পৌঁছাতে দেয়, যার ফলে অনিয়মিত কর্নিয়া রোগীদের দৃষ্টিশক্তি স্পষ্টভাবে উন্নত হয়।

তিনি বলেন, কর্নিয়া ট্রান্সপ্ল্যান্টের তুলনায়, যার মধ্যে জটিল অস্ত্রোপচার, দীর্ঘ নিরাময়ের সময় এবং প্রত্যাখ্যানের ঝুঁকি থাকে, পিপিপি একটি সহজ, দ্রুত নিরাময়, কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং কার্যকর কৌশল।

ডঃ আগরওয়াল দাবি করেন যে পিনহোল পিউপিলোপ্লাস্টির সবচেয়ে বড় শক্তি এর সরলতা। এই পদ্ধতিতে ব্যয়বহুল সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না এবং দাতার টিস্যুর উপর কোনও নির্ভরতাও থাকে না। এটি সাধারণ চোখের অস্ত্রোপচারের সরঞ্জামের সাহায্যে করা যেতে পারে, যার কারণে কম সম্পদের অঞ্চলেও এই কৌশলটি সহজেই গ্রহণ করা যেতে পারে।

তিনি বলেন যে এই কারণেই বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন স্তরের চক্ষু সেবা কেন্দ্রগুলি দ্রুত এই কৌশলটি গ্রহণ করছে, যাতে স্থানীয় পর্যায়ে কর্নিয়ার অন্ধত্ব এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার ঘটনাগুলি সমাধান করা যায়।

ডঃ আগরওয়াল বলেন যে বিশ্বজুড়ে ২ কোটিরও বেশি মানুষ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বা অন্ধ, এবং তাদের বেশিরভাগই কখনও কর্নিয়া দাতা খুঁজে পাবে না। কর্নিয়ার অন্ধত্বের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে পিনহোল পিউপিলোপ্লাস্টি একটি বিকল্প।

উল্লেখ্য যে, দেশ-বিদেশের এই গ্রুপের ২৫০ টিরও বেশি হাসপাতালে এই পদ্ধতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং মানুষ এর সুবিধা পাচ্ছে। এই গ্রুপের প্রথম হাসপাতালটি এই বছর রাজধানী দিল্লিতে শুরু হয়েছে, যার প্রধান হলেন এইমসের চক্ষু বিভাগের প্রাক্তন প্রধান জে.এস.। টিটিয়ালকে তৈরি করা হয়েছে।

ওবিসি মামলায় স্থগিতাদেশ

বেবি চক্রবর্তী: দিল্লী

কীভাবে হাইকোর্ট এমন স্থগিতাদেশ দিতে পারে? এটা সত্যিই খুব অদ্ভুত।' সোমবার ওবিসি মামলায় কার্যত রাজ্যকে স্বস্তি দিয়ে এমনটাই বললেন দেশের প্রধান বিচারপতি। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

রাজ্যের হয়ে সওয়াল করছিলেন

এরপর ৬ পাতায়

(১ম পাতার পর)

আমার কাছে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকেও অভিযোগ এসেছে, বীরভূমে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

এখানেই না থেমে মুখ্যমন্ত্রী আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন,"আমার কাছে তো বীরভূম জেলার ব্যাপারে অনেক নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে। খোদ রাষ্ট্রপতি ভবন থেকেও এসেছে। যাঁরা টাকা পাচার করছেন, তাঁরাই রুলিং পার্টিকে দোষ দিচ্ছেন। আমি কিন্তু নাম জানি।"

প্রশাসনিক বৈঠক থেকে দলীয় নেতৃত্বের দিকেও কড়া বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "রুলিং পার্টির কেউ যদি দোষ করে, অ্যাকশন নিতে হবে। কিন্তু বাইরের লোকজনের সঙ্গে ফিফটি-ফিফটি করে চললে চলবে না। আমি থাকতে কোনও ফিফটি-ফিফটি হবে না। হান্ড্রেডে হান্ড্রেড অ্যাকশন হবে।" বীরভূম জেলা পুলিশের ভূমিকা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী।

দিদি'র পছন্দের চপ-মুড়ি নিয়ে দেখা করতে গেলেন অনুব্রত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বোলপুর: বাংলার বাইরে আজ বাংলা ভাষা ও বাঙালির বিপন্নতার ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। কোথাও বাংলায় কথা বলার জন্য বাংলাদেশি সন্দেহে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রেখে অত্যাচারের অভিযোগ, কোথাও আবার বাংলাদেশে পুশব্যাকের চেষ্টা। এত অভিযোগ পেয়ে স্বভাবতই ক্ষুব্ধ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'দিদি'র ফোন পেয়ে আর দেরি করেননি অনুব্রত মণ্ডল। রাত আটটা নাগাদ নেত্রীর পছন্দের চপ-মুড়ি নিয়ে রাঙাবিতান পৌঁছে যান। সেখানে মমতার সঙ্গে তাঁর প্রায় আধঘন্টা কথা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে কী বিষয়ে কথা, তা নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি অনুব্রত মণ্ডল। তবে সূত্রের খবর, এদিন নানুরে ফিরহাদ হাকিম, মলয় ঘটকদের তত্বাবধানে সভা কেমন হল, স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে সেই খোঁজখবর নিয়েছেন মমতা।এনিয়ে বড়সড় আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তিনি। বাঙালি অস্মিতা রক্ষায় বীরভূম থেকে নতুন করে শুরু করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সন্ধ্যায় তিনি বোলপুরে পৌঁছে গিয়েছেন। সূত্রের খবর, 'দিদি'র সঙ্গে দেখা করতে তাঁর প্রিয় চপ-মুড়ি নিয়ে হাজির হয়েছেন জেলায় দলের কোর কমিটির অন্যতম সদস্য তথা দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। দুজনের মধ্যে আধঘণ্টা মতো কথাও হয়েছে। তবে কী আলোচনা হয়েছে, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি অনুব্রত। একুশের মঞ্চ থেকেই তৃণমূল নেত্রী ঘোষণা করেছিলেন, ২৭ জুলাই থেকে 'ভাষা আন্দোলন' শুরু হবে। বীরভূমে এই আন্দোলনের সূচনায় থাকবেন তিনি নিজে। সেইমতো রবিবার সন্ধ্যা ঠিক সাড়ে ৭টায় বোলপুরে পৌঁছে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি রিসর্ট রাঙাবিতানে ঢোকার রাস্তায়, শ্রীনিকেতন রোডের উপর দলনেত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীর। মমতা কনভয় থেকে দেখতে পান অনুব্রতকে। রাঙাবিতানে পৌঁছনোর পর কেষ্টকে ফোন করেন তিনি। জানান, রাঙাবিতানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

কেন বারবার বাংলা থেকে নারী পাচার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডুয়ার্সের আকাশে এখন শুধুই কালো মেঘ। প্রতিদিনের মতো সূর্য ওঠে ঠিকই, কিন্তু আলো নেই আমবাড়ি চা বাগানের হাজারো শ্রমিক পরিবারের জীবনে। শুধু প্রকৃতির নয়, সেখানকার মানুষের মনেও জমেছে অনিশ্চয়তার ঘন মেঘ। বানারহাটের আমবাড়ি চা বাগানে আজ আর কাঁচা পাতার

এরপর ৬ পাতায়

কার চাপে মাঝপথে থামল অপারেশন সিঁদুর?', সংসদে মোদি-শাহকে বিঁধলেন কল্যাণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সংসদে মোদি-শাহকে নিশানা করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন তুললেন, 'জঙ্গিরা কীভাবে ভারতে ঢুকল? কোথায় ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী?' কার চাপে মাঝপথে অপারেশন সিঁদুর থামানো হল, সেই প্রশ্নও তুললেন তিনি। এদিকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, 'অপারেশন সিঁদুর এখনও থামেনি।এবিষয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, "পহেলগাঁও হামলার বদলা অপারেশন সিঁদুরে মাত্র ২২ মিনিটে জঙ্গিদের ঘরে ঢুকে মেরেছে ভারতীয় সেনা। তাতে ঘাবড়ে গিয়ে হামলা চালায় পাকিস্তান। ১০ মে রাতে পাকিস্তান মিশাইল ছোড়ে। পালটা হামলায় ভারত পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস করে দেয়। যদিও ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোনও ক্ষতি হয়নি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বদ্ধপরিকর ভারত।" এরপরই প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, "কারও চাপে অপারেশন সিঁদুর স্থগতি হয়নি। ভারতীয় সেনার মার খেয়ে পাকিস্তান যুদ্ধ থামানোর অনুরোধ করেছিল। ১২ মে দুই দেশের DGMO-র মধ্যে কথা হয়। এর আলোচনার মাধ্যমে দুই দেশ যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নেয়।" পাশাপাশি প্রয়োজনে আবার অপারেশন সিঁদুর শুরু হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। পাকিস্তান কথার খেলাপ করলেই

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

অভিযানে খতম পহেলগাঁও হামলার মাস্টারমাইন্ড হাসিম মুসা ফৌজি

পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার ৯৭ দিন পর বিরাট সাফল্য পেল ভারতীয় সেনাবাহিনী। সোমবার (২৮ জুলাই) 'অপারেশন মহাদেব' অভিযানে তিন পাকিস্তানি জঙ্গি কে খতম করেছে ভারতীয় সেনা। সেনার গুলিতে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে তিন জঙ্গির দেহ। এখন সেই এনকাউন্টারের ছবি প্রকাশ্যে এসেছে।

হাসিম মুসা, যিনি সুলাইমান শাহ মুসা ফৌজি নামেও পরিচিত, লস্কর-ই-তৈয়বার একজন বিপজ্জনক কমান্ডার ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের (এসএসজি) একজন প্যারা-কমান্ডো ছিলেন, যা একটি বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত সেনা ইউনিট। ২০২২ সালে, তিনি ভারতে অনুপ্রবেশ করে লস্করে যোগ দেন। সে বেশ কয়েকটি হামলার ছক কষেছিল। তবে তিনি মূলত পহেলগাঁও আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ছিলেন। তিনি ১৫ এপ্রিল থেকে বৈসরণ উপত্যকায় পৌঁছে সাত দিন ধরে রেইকি (গুপ্তচরবৃত্তি) করে ছিলেন। এমনকী রেইকি শেষে তিনি দাচিগাঁও এবং লিদওয়াসের জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলেন। যেখান থেকে তিনি পাকিস্তানে পালানোর চেষ্টা করছিলেন। হাসিম মুসা আরও কয়েকটি হামলার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তাই তাকে ধরা বা হত্যার জন্য সেনাবাহিনী ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।যেখানে ছিলেন পহেলগাঁও হামলার মূলচক্রী হাসিম মুসা ফৌজি। গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁও বৈসরণে সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ২৬ জন পর্যটক। যার মধ্যে একজন ব্রিস্টান পর্যটক এবং একজন স্থানীয় মুসলিমও নিহত হয়েছেন। আর বেশীরভাগই হিন্দু ছিলেন। এই হামলায় M4 কার্বাইন এবং AK-47 ব্যবহার করা হয়েছিল। লস্করের একটি ফ্রন্ট, রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (TRF) প্রথমে দায় স্বীকার করলেও পরে তা অস্বীকার করেছিল। সেদিন থেকেই বদলা নিতে তৎপর হয়ে ওঠে ভারত সরকার। এর আগে 'অপারেশন সিঁদুর' হামলায় পাকিস্তানের ৯ জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করে দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। তবে পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত ৪ সন্ত্রাসীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। যদিও ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভিযান অব্যাহত ছিল। অবশেষে আজ সকাল থেকেই শ্রীনগরের মহাদের পর্বতে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সেনার ব্যাপক গোলাগুলিতে নিহত হয়েছেন ৩ পাকিস্তানি জঙ্গি।

গতকাল রাতেই সেই এলাকার যাযাবর সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছিল, তিন বিদেশী জঙ্গি আস্তানা গেড়েছে মহাদেব পর্বতে। অবশেষে গতকাল গভীর রাত থেকে অভিযান শুরু করে ভারতীয় সেনা। শুরু হয় গোলাগুলি, তাতেই প্রাণ হারিয়েছেন তিন পাকিস্তানি সন্ত্রাসী। আর তাদের মধ্যেই একজন রয়েছেন পহেলগাঁও হামলার মূল পরিকল্পনাকারী এবং শীর্ষ লস্কর-ই-তৈয়বা (এলইটি) কমান্ডার হাসিম মুসা ফৌজি। যিনি আগে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক ছিলেন। অবশেষে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে তিনি নিহত হয়েছেন। এই এনকাউন্টারটি ২৮ জুলাই শ্রীনগরের লিদওয়াস এলাকায় ঘটেছে। কীভাবে এই অভিযানে সফল হলেন সেনাবাহিনী? জানা যায়, ড্রোন, থার্মাল ইমেজিং এবং হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স (HUMINT)-সহ একাধিক আধুনিক প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম ব্যবহার করে হাসিমের অবস্থান ট্র্যাক করে ভারতীয় সেনাবাহিনী। এরপর লিডওয়াসের বনে তার উপস্থিতি ধরা পড়ে। ERROR আজ সকালে সেনাবাহিনী এলাকাটি ঘিরে ফেলে। হাসিম এবং তার দুই সঙ্গী গুলি চালাতে শুরু করে, প্রায় ৬ ঘন্টার এনকাউন্টারের পর, তিনজনই নিহত হন। এনকাউন্টারে AK-47, গ্রেনেড এবং IED (বোমা) উদ্ধার করা হয়েছে। হাসিমের কাছে একটি পাকিস্তানি পাসপোর্ট এবং স্যাটেলাইট ফোনও পাওয়া গিয়েছে। যার সাহায্যে তিনি ISI-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।জানা গিয়েছে, হাসিম মুসা কেবল পহেলগাঁও হামলার মূল পরিকল্পনাকারীই ছিলেন না, বরং তিনি সোনামার্গ টানেল হামলার জন্যও দায়ী ছিলেন। যে হামলায় সাতজন নিহত হয়েছিলেন, যার মধ্যে ছয়জন শ্রমিক এবং একজন চিকিৎসকও ছিলেন। এই হামলাটিও লস্করের সঙ্গে যুক্ত সন্ত্রাসীরা চালিয়েছিল। এতে হাসাম মুসারের নাম উঠে এসেছিল।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তৃতীয় পর্ব)

কিনা করেনি! তবুও আমার কলমকে স্তব্ধ করতে পারিনি। সবকিছু মায়ের আশীর্বাদ, বহু প্রাচীন কাল হইতে তপশিলি জাতি ও উপজাতিরা ধরিত্রী কে মাতৃরূপে পূজা করে এসেছে।পৃথিবী কে তারা মারুপের স্থান দিয়েছে বহু কাল হইতে,মা যেমন একটি সন্তানকে ভালোবাসা দিয়ে লালন-পালন করে বড় করে তাই আমরা অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে স্রষ্টার সৃষ্টি সম্পদ মানব ।তেমনই পৃথিবীর সমস্ত জীব কে সৃষ্টি করে তার ধরিত্রীর বুকে লালন পালন করছে, আমাদের মতন সমস্ত প্রাণী ও

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বিএসএনএল-এর কাজকর্মের পর্যালোচনা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়ার, গ্রাহক পরিষেবায় গুরুত্ব

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই, ২০২৫

কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া আজ নতুন দিল্লিতে ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল)-এর চিফ জেনারেল ম্যানেজারদের সঙ্গে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে বিএসএনএলের সামগ্রিক কাজকর্ম পর্যালোচনার পাশাপাশি, গ্রাহকদের উন্নত পরিষেবা প্রদান এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হয়। শ্রী সিন্ধিয়া টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর জোর দেন।

এই পর্যালোচনা বৈঠকে বিএসএনএলের অগ্রগতি এবং আধুনিকীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে, এর ব্যবসায়িক দিকগুলি নিয়েও আলোচনা হয়। বর্তমানে বিএসএনএলের সবকটি সার্কেলে ব্যাপক পরিবর্তনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। 'গ্রাহক সর্বাগ্রে' – এই ভাবনাকে সামনে রেখে গ্রাহকদের স্বার্থে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

বৈঠকে শহর ও গ্রামাঞ্চলে গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। পাশাপাশি, গ্রাহকদের কোনও অসন্তোষ থাকলে, তা দ্রুত সমাধানের দিকে নজর দেওয়ার জন্য বিএসএনএল আধিকারিকদের নির্দেশ দেন শ্রী সিন্ধিয়া। গ্রাহক পরিষেবা ও রাজস্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য বিএসএনএল কর্মীদের প্রশংসা করেন তিনি।

বৈঠকে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের দ্রুত রূপায়ণের পাশাপাশি ডিজিটাল-কেন্দ্রিক পরিষেবা গড়ে তোলার দিকে নজর দিতে বলেন শ্রী সিন্ধিয়া। আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দেশ জুড়ে পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বিএসএনএল গোটা 'ভারত'কে একসূত্রে গাঁথতে বদ্ধপরিকর।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তখন তাঁকে বাধা দিতে, বিঘ্ন ঘটাতে এসেছেন কালী এবং মারঃ চীনা অনুবাদে কালীকে Mā-kia-Kāli বলা হয়েছে। কালী হাতে নরকপাল নিয়ে এসেছেন এবং বুদ্ধকে আক্রমণ করেছেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থায় প্রতিবাদে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি অভিষেক ব্যানার্জী

বেবি চক্রবর্ত্তী :কলকাতা

বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের একের পর এক ভিন রাজ্যে হেনস্থা। বাংলা বলায় পরিযায়ী শ্রমিক বলে আটকে রাখার মতো ঘটনা সামনে আসতেই প্রতিবাদ করেন। এ দিন রাজ্যসভার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা সংসদে যখনই সুযোগ পাব, বাংলায় বক্তব্য রাখব। আজ অপারেশন সিদুর নিয়ে আলোচনা রয়েছে, তাতেও বাংলায় কথা বলব। উত্তর প্রদেশ, দিল্লি, ওড়িশা- বিজেপির ডবল ইঞ্জিন শাসিত সরকারে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা করা হচ্ছে।" নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে অভিষেক বলেন, "এসআইআরের নাম করে ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। এদিকে কুকুরের নামে ভোটার আইডি কার্ড তৈরি করছে। একটা পার্টিকে সুযোগ করে দেবে বলে এত কিছু, এটা লজ্জার। গত নির্বাচনে শীতলকুচিতেও দেখেছি যে দিনের আলোয় কীভাবে মেরে ফেলা হয়েছিল ভোটারকে। ২০২৪ সালেও নির্বাচন কমিশনের এই আচরণ দেখেছি। চাটুকাকারিতা, কৃতদাসত্ব করে যাচ্ছে। যে মাটি চারজন নোবেলজয়ী দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাদার টেরেসা, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর্ত্য সেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান জানেন না। অমিত শাহের নেতৃত্বে বিজেপি নেতারা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙে। যারা বাংলার মানুষের উপরে অত্যাচার করছে, তারা ২০২১ ও ২০২৪ সালে যে শিক্ষা পেয়েছিল, তা ২০২৬-এ আরও পাবে। বাংলার মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।"

কেন বিভাজনের রাজনীতি করছেন। বিভাজনের রাজনীতি করতে হলে জঙ্গলমহলে যেখানে বিজেপির ভাল ফল করেছে, সেখানে কাজ বন্ধ করে দিতে পারতাম। তা তো করিনি। আমরা সব জায়গায় সমান কাজ করেছি। এটাই তো রাজনীতি। দেশের সরকারের নীতি তো এটাই হওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যজনক এটা। আমরা সরব হব। বিজেপি যদি ভাবে, বাংলার মানুষকে অপমান করে শিক্ষা দেব, তাহলে বিজেপি আরও কঠোর শিক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকো।

(৩ পাতার পর)

নবদ্বীপ আদালতের সশরীরে হাজিরা দিয়ে জামিন নিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং

নিলেন। ২০২০ সালের ১৭ ই জুলাই নবদ্বীপ থানায় ১৮৮, ১৮৬, আই পি সি ধারায় কেস হয়। ভালুকা বটতলায় একটি মিটিং করেছিলেন।সেই কেসের আজ তিনি জামিন নিলেন। জামিন নেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখী হয়ে রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি। ১৭৪ টা মামলা আছে সমস্ত থানায় ঘুরে ঘুরে জামিন নিতে হচ্ছে, মমতা দিদি এটি খুব ভালো পারেন বিরোধীদের কেস দিতে। এর পাশাপাশি কাঞ্চন মল্লিকের বিল নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। জঙ্গি বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন এরাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক জঙ্গি ধরাপড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে। রাজ্য সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করে বলেন মমতা ব্যানার্জীর পুলিশ কোন কাজ করছে না। জঙ্গিদের জায়গা এই পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশের অনুপ্রবেশদের এই জায়গা ঘাঁটি। ২০২১ সালে ১২০০ অনুপ্রবেশ কারী ধরেছে ২০২৪ ও অনেক ধরা হয়েছে। কিন্তু সরকার দায়ী করছে বিএসএফকে। বিএসএফের যারা কর্মরত তারা ভয় পান মমতা দিদিকে, গালাগালি করেন, কেস দিয়ে দেন। এই কারণে বিএসএফ ধরলেও ১৫ দিনের মধ্যে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কারণ তারা দু বছরের জন্য চাকরি করতে আসেন এই বাংলায়।

বাংলাদেশে যে হিন্দুদের উপর নির্যাতন হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম আসলে কি ঠিক হয়ে যাবে এই প্রশ্ন করা হলে তার উত্তরে তিনি বলেন বিষয়টা সমস্ত আলোচ্য বিষয়ক,কারণ সমস্ত দেশ নিয়েই এই অনুপ্রবেশকারীর বা সনাতনী হিন্দুদের উপর অত্যাচার করা এটা ঠিক নয়। ভারতবর্ষের মোদি সরকার যে পদক্ষেপ নিচ্ছেন আশা করা যাচ্ছে হিন্দু নিধন বন্ধ করা সম্ভব হবে।আর অনুপ্রবেশকারীদের একদিনের মধ্যে তো আটক করা যাবে না সময় লাগবে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে।

(৩ পাতার পর)

কেন বারবার বাংলা থেকে নারী পাচার

ঝাঁঝ নেই, নেই শ্রমিকদের প্রাণখোলা হাসি।এই সঙ্কটের দিনে প্রশাসনের এমন নিষ্ক্রিয়তা অনেককেই হতাশ করেছে। যাঁরা ভোটের আগে বাগানে এসে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছড়ান, তাঁরাই আজ নিরুদ্দেশ। শ্রমিকেরা বলছেন, "আমাদের বেঁচে থাকার লড়াই দেখতে কেউ আসে না। না আসে এলাকার মন্ত্রী, না আসে সরকারি আধিকারিক। আমরা কি এই রাজ্যের নাগরিক নই?"

চা বাগান ডুয়ার্সের প্রাণ। সেই প্রাণ যখন ধুঁকছে, তখন তার সুরক্ষায় প্রশাসন, সরকার-সবাই যেন চুপ। অথচ ঠিক এখনই প্রয়োজন জরুরি ত্রাণ, রোজগারের সুযোগ, এবং সবথেকে বেশি। পাচার রোধে কঠোর নজরদারি। নইলে এই অন্ধকার আরও গভীর হবে, হারিয়ে যাবে আরও অনেক স্বপ্ন, আরও অনেক মুখ।

কারণ গত কুড়ি দিন ধরে বন্ধ পড়ে রয়েছে বাগান। বিনা নোটিসে হঠাৎ করেই মালিকপক্ষ গা-ঢাকা দিয়েছে। ফেলে রেখে গেছে হাজারো শ্রমিক পরিবারকে জীবনসংগ্রামের করুণতম পর্বে।

সকালবেলা প্রতিদিনের মতো কাজে এসে শ্রমিকেরা দেখে কারখানার দরজায় তালা। অফিস ঘর শুনশান। মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে খবর। বাগান মালিক পালিয়ে গেছে। তারপর থেকেই শুরু বাঁচার লড়াই। কেউ ছুটছেন শ্রম দফতরে, কেউ ব্লকে, কেউ বা জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের দোরগোড়ায়। শ্রমিক সংগঠনের নেতারাও একাধিকবার দরবার করেছেন, কিন্তু কোনও আশ্বাসই মেলেনি। না এসেছে সরকারি সাহায্য, না মিলেছে ত্রাণের আশ্বাস। দিন যত গড়িয়েছে, পেটের ক্ষুধা ততই বেড়েছে।

এই সঙ্কটের সময়ে চা শ্রমিক পরিবারের অনেকে বাধ্য হয়ে ভিন রাজ্যে রওনা হয়েছেন। কেউ কেরলে, কেউ দিল্লিতে, কেউ আবার বেঙ্গালুরুতে পৌঁছে গিয়েছেন। কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে মেয়েরাও। যাঁরা এতদিন বাগানের পাতা তোলায় মাথা গুঁজে থাকতেন, এখন তাঁরা শহরের হোটেলে বাসন মাজছেন কিংবা নির্মাণস্থলে ইট টানছেন। যাঁদের সামর্থ্য নেই বাইরে পাড়ি দেওয়ার, তাঁরা আশপাশের চা বাগানে সামান্য মজুরিতে দিন গুজরান করছেন।

আর এখানেই শুরু অন্য এক অন্ধকার অধ্যায়। রোজগারের প্রলোভন দেখিয়ে পাচারকারীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে আবার। কয়েকদিন আগে শিলিগুড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ৫৬ জন। রবিবার উদ্ধার হয় ৩৪ জন কিশোরী। তাঁদের গন্তব্য ছিল ভিন রাজ্যের নানা জায়গা। প্রশাসনের খবর বলছে, এই মেয়েদের অধিকাংশই ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানের। নাগরাকাটা, মালবাজার, মেটেলি, এমনকি আলিপুরদুয়ারের নামও উঠে এসেছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে দু'দুবার এমন ঘটনা সামনে আসায় দুশ্চিন্তা আরও ঘনীভূত।

চা বাগান মানেই শুধুই কাজের জায়গা নয়, তা এই অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষের রুটি-রুজি, আত্মপরিচয়। আজ সেই পরিচয়ের ভিত্তিই নড়ে গিয়েছে। আমবাড়ি চা বাগানে প্রায় ২০০০ শ্রমিক, স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলে। পরিবার পিছু তিনজন ধরলে প্রায় ছ'হাজার মানুষ এই মুহূর্তে চরম সংকটে। খাবারের অভাব, চিকিৎসার অভাব, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অভাব-সব মিলিয়ে জীবনের প্রতিটি দিক আজ বিপর্যস্ত।

সরকারি সাহায্যের কথা বলতে গেলে শ্রমিকদের অভিযোগ, রেশনের সামান্য চাল ছাড়া কিছুই মেলেনি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, চালেই কি চলে সংসার? রান্নার তেল, সবজি, নুন, শিশুদের দুধ, অসুস্থ বৃদ্ধদের ওষুধ-এসবের জন্য প্রয়োজন টাকা। সেই টাকাই নেই তাঁদের হাতে। পুজোর আগে মুহূর্তে এই বঞ্চনার বোঝা যেন আরও পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠেছে।

(৩ পাতার পর)

কার চাপে মাঝপথে থামল অপারেশন সিঁদুর?', সংসদে মোদি-শাহকে বিঁধলেন কল্যাণ

আবার শুরু হবে অভিযান।"

আজ, সোমবার অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনার দিনে দফায় দফায় উত্তাল হয় সংসদ। বিরোধীদের হট্টগোলে অধিবেশন মুলতুবি রাখা হয় দুপুর ২ টো পর্যন্ত। পরবর্তীতে আলোচনা শুরু হলে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পহেলগাঁও হামলার দায় মোদি ও শাহের কাঁধেই চাপান। তাঁর প্রশ্ন, "কীভাবে চার জঙ্গি ভারতে ঢুকে এত লোককে মারল? কীভাবে পাকিস্তানে চলে গেল তাঁরা? কোথায় ছিল বিএসএফ, সিআরপিএফ? কোথায় ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (অমিত শাহ)?" কল্যাণের কথায়, "সেনাবাহিনীর প্রশংসা করছি। কিন্তু কার চাপে থামানো হল অপারেশন সিঁদুর?"

(২ পাতার পর)

ওবিসি মামলায় স্থগিতাদেশ

আইনজীবী কপিল সিব্বল। গত ১৭ই জুন রাজ্যের ওবিসি তালিকার উপরে স্থগিতাদেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। যার পাল্টা রাজ্য সরকার আদালতের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে দ্বারস্থ হয় শীর্ষ আদালতে। গত ২৪ জুলাই প্রধান বিচারপতির এজলাসে মামলা মেনশন করে দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছিলেন আইনজীবী কপিল সিব্বল। সেই ভিত্তিতে সোমে রাজ্যের 'সমস্যা' শোনে শীর্ষ আদালত।

এদিন শুনানির শুরুতেই কীভাবে একটি এক্সিকিউটিভ ফাংকশনে হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ বসাতে পারে বলে প্রশ্ন করেন প্রধান বিচারপতি বিআর গভাই। তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'সংরক্ষণ প্রদানের জন্য এক্সিকিউটিভ ইনস্ট্রাকশন বা নির্বাহী নির্দেশনা যথেষ্ট এবং এই ক্ষেত্রে আলাদা কোনও আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নেই।'

এরপরেই রাজ্যের হয়ে সওয়ালকারী কপিল সিব্বল প্রধান বিচারপতির কাছে হাইকোর্টের দেওয়া নির্দেশে স্থগিতাদেশ বসানোর আর্জি করেন। তাঁর যুক্তি, 'হাইকোর্ট একটি অবমাননার মামলা দায়ের করেছে। তার মধ্যেই আবার স্থগিতাদেশও চাপিয়েছে। যার জেরে একাধিক নিয়োগ থেকে পদোন্নতি, সবই আটকে রয়েছে।'উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের মে মাসে রাজ্য সরকারের ৭৭ টি জনজাতিকে ওবিসি তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ ২০১০ সালের পর থেকে তৈরি রাজ্যের সব ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করে দেয়। হাইকোর্টের নির্দেশে রাতারাতি বাতিল হয়ে যায় প্রায় ১২ লক্ষ শংসাপত্র। সেই থেকে শুরু হয়েছে এই ওবিসি-টানাপোড়েন। চাপ বেড়েছে শাসক শিবিরের অন্দরে। ওবিসি-জট কেটেও যেন কাটে না। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মিলল স্বস্তি। ওয়াকিবহাল মহল বলছে, নির্বাচনের আগে অবশেষে শাসক শিবিরের চোখের সামনে থেকে কাটছে ওবিসি-জটের অন্ধকার।

সিনেমার খবর

এবার অ্যাকশন-কমেডি সিনেমায় সানিয়া মালহোত্রা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

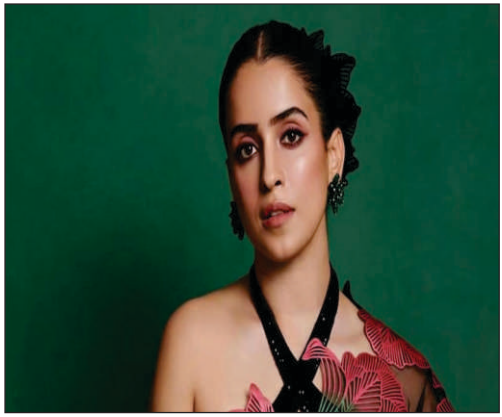

বলিউডে পা রেখেই পরিণত শিল্পী হয়ে ওঠার যুদ্ধে নেমেছিলেন সানিয়া মালহোত্রা। মিস্টার পারফেকশনিস্ট-খ্যাত সুপারস্টার আমির খানের হাত ধরে অভিনয়ে আশা বলেই এই সাহস দেখাতে পেরেছেন। তাই চেষ্টা করে যাচ্ছেন ভিন্ন ধাঁচের গল্প আর চরিত্রের মধ্য দিয়ে অভিনয় প্রতিনিয়ত নিজেকে নতুনভাবে তুলে ধরতে। যার প্রমাণ 'দঙ্গল'-এর পর তাঁর অভিনীত 'সিক্রেট সুপারস্টার', 'পটাখা', 'ফটোগ্রাফ', 'শকুন্তলা দেবী', 'লুডো', 'লাভ হস্টেল', 'জওয়ান', 'পাগলায়েট', 'হিট: দ্য ফার্স্ট কেস', 'শ্যাম বাহাদুর' সিনেমাগুলো। প্রতিটি সিনেমাতেই সানিয়া নিজেকে ভিন্ন রূপে তুলে ধরেছেন। এবার আনকোরা আরেক চরিত্রের জন্য তিনি বেছে নিয়েছেন অ্যাকশন-কমেডি গল্পের সিনেমা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আজকাল জানিয়েছে, সিরিয়াস অভিনয় থেকে সানিয়া মালহোত্রা এবার সরাসরি ঢুকে পড়েছেন অ্যাকশন-কমেডির জগতে! এ বছরই মুক্তি পাবে এই বলিউড তারকার নতুন ছবি, যেখানে তিনি প্রথমবার পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশন ও কমেডির হিরোইন। সম্প্রতি অভিনেত্রীর নতুন সিনেমার অফিসিয়াল ঘোষণা হলেও এর নাম চূড়ান্ত হয়নি। তবে নতুন সিনেমাটি নিয়ে সানিয়াকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

সামাজিক মাধ্যমে সিনেমার টিমের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে পোস্টে সবার অভিনেত্রী লিখেছেন, 'এই খবরটা তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পেরে আমি খুব খুশি। দেখা হবে সিনেমা হলে!' এই ঘোষণার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ভক্তরা রীতিমতো উত্তেজিত। এতদিন তাঁকে সিরিয়াস চরিত্রে দেখে অভ্যস্ত দর্শকেরা এবার অপেক্ষায় এই নয়া 'ধমাকা' দেখার জন্য। নতুন রূপে সানিয়া কতটা সফল হন, তা নিয়ে নেটিজেনদের মধ্যে শুরু হয়েছে আলোচনা।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম থেকে আরও জানা গেছে, সানিয়ার এই অ্যাকশন-কমেডি সিনেমাটি প্রযোজনা করছে আগাজ এন্টারটেইনমেন্ট। নির্মাতারা জানিয়েছেন, সিনেমায় থাকবে দারুণ সব অ্যাকশন সিকোয়েন্স, মজাদার মুহূর্ত আর এক্সট্রা ডোজ এন্টারটেইনমেন্ট।

এদিকে সিনেমার পাশাপাশি ওয়েব সিরিজ নির্মাতাদের নজর কেড়ে নিয়েছেন সানিয়া। যার সুবাদে ওটিটি মাধ্যমেও ব্যস্ততা বাড়ছে এই অভিনেত্রীর।

শুটিংয়ে আহত শাহরুখ, নেওয়া হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শুটিংয়ের সময় গুরুতর আহত হয়েছেন বলিউড সুপার স্টার শাহরুখ খান। তার আসন্ন সিনেমা 'কিং'-এর শুটিং চলাকালীন অ্যাকশন দৃশ্যে অভিনয় করার সময় এ ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, 'কিং'-এর শুটিংয়ের সময় পেশিতে আঘাত পেয়েছেন অভিনেতা। তার তীব্রতা এতটাই গুরুতর যে তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করতে হয়েছে শুটিং। এমনকি একমাস শুটিং বন্ধ থাকবে বলেও জানা যাচ্ছে।

এই মুহূর্তে উন্নত চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শাহরুখ খানকে। প্রাথমিকভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ টানা একমাস বিশ্রামে থাকতে হবে বলিউড বাদশাকে। তার শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী সিনেমার শিডিউল ঠিক করা হবে। আর সাময়িকভাবে সিনেমার শুটিং বন্ধ করা হয়েছে।

চলতি বছরের জুলাই আগস্ট শুটিং বন্ধ রাখার কথা ভাবছে 'কিং' প্রোডাকশন হাউজ। আর সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবর মাস থেকে আবারও শুটিং শুরু করার পরিকল্পনা করছে সংশ্লিষ্ট টিম। তবে পুরোটা নির্ভর করছে কিং খানের শারীরিক অবস্থার ওপর।

অভিনেতা ফিশ ভেঙ্কট মারা গেছেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের সুপরিচিত অভিনেতা ফিশ ভেঙ্কট আর নেই। দীর্ঘদিন ধরে কিডনি ও লিভার জটিলতায় ভুগে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় হায়দরাবাদের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও তিন সন্তান রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র অঙ্গনে।

জানা গেছে, অনেক দিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি। কয়েক সপ্তাহ আগে ফিশ ভেঙ্কটের শারীরিক অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যায়। চিকিৎসকরা কিডনি প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দেন। এ জন্য প্রয়োজন হয় প্রায় ৫০ লাখ রুপি। ভেঙ্কটের মেয়ে শ্রাবন্তী এক ভিডিও বার্তায় জনসাধারণের কাছে আর্থিক সহায়তার আবেদনও জানান।

১৯৭১ সালে জন্ম নেওয়া ফিশ ভেঙ্কটের চলচ্চিত্র জীবন শুরু হয় ২০০১ সালে, পাওয়ান কল্যাণ অভিনীত 'খুশি' সিনেমা দিয়ে। এরপর 'আদি', 'বান্নি', 'ধী', 'অধুর্স', 'ডিজে টিল্লু', 'মা উইস্থা গাধা বিনুমা'সহ বহু তেলেগু ছবিতে তিনি অভিনয় করে দর্শকদের হাসিয়েছেন।

হাস্যরসাত্মক চরিত্রে তাঁর সময়জ্ঞান, সংলাপ বলার ধরন ও শরীরী ভাষা দর্শকদের কাছে আলাদা পরিচিতি পায়। খল চরিত্রেও অভিনয় করেছেন এ অভিনেতা। তাঁর সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র 'কফি উইথ আ কিলার'। যেখানে তিনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়।

তেলেগু সিনেমার কৌতুকভিত্তিক চরিত্রগুলোর মধ্যে ফিশ ভেঙ্কট নিজের একটি ঘরানা তৈরি করেছিলেন। তাঁর প্রয়াণ তেলেগু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি বলে মনে করছেন সহশিল্পীরা। দীর্ঘ সময় সিনেমার পর্দায় দর্শকদের হাসির খোরাক জোগানো এই অভিনেতার মৃত্যুতে তেলেগু সিনেপ্রেমীরা শোকাহত।

ফরাসি কিংবদন্তি প্লাতিনির ঘরে চুরি, ২০টি পুরস্কার নিয়ে গেছে চোর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফ্রান্সের ফুটবল কিংবদন্তি মিশেল প্লাতিনি নিজ বাসায় বড় ধরনের চুরির শিকার হয়েছে। গতকাল স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে মার্শেইয়ের পূর্বাঞ্চলের কাসিস শহরে তার নিজ বাসায় চুরির ঘটনাটি ঘটে। ওই সময় তিনি বাড়িতেই অবস্থান করছিলেন।

ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি তাদের এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, চোরেরা ঘরের বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রীসহ বেশ কয়েকটি ট্রফি ও পদক চুরি করে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। মার্শেইয়ের আইনশৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো কাউকে শনাক্ত বা আটক করা সম্ভব হয়নি।

খবরটি ফরাসি রেডিও আরটিএল প্রথম ব্রেক করে। আরটিএল নিউজ জানিয়েছে, বাড়ির বাগানে শব্দ শুনে কী হয়েছে দেখতে যান ৭০ বছর বয়সী প্লাতিনি। গিয়ে দেখেন, জানালার পাশে হুডি ও কালো পোশাক পরা এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। প্লাতিনি লোকটিকে ধরতে পারেননি। পালিয়ে যান।

প্লাতিনি এরপর তাঁর বাসায় অনুপ্রবেশের আলামত দেখতে পান। বাগানের ভেতরে ছোট্ট একটি ঘরে কিছু ট্রফি ও পদক রেখেছিলেন প্লাতিনি। ট্রফি এবং পদক মিলিয়ে সেখান থেকে প্রায় ২০টি পুরস্কার নিয়ে গেছে চোর, জানিয়েছে আরটিএল নিউজ। তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্র এবং মার্শেইয়ের কৌঁসুলি অফিসও এএফপিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

'টিভিফাইভ মঁদ' জানিয়েছে, তদন্তের ভার অঁবজেনে ব্রিগেডকে দেওয়া হয়েছে। সরকারি কৌঁসুলির অফিস থেকে বলা হয়েছে, সন্দেহভাজনকে ধরতে এবং কী পরিমাণ মূল্যের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং কী কী জিনিসপত্র চুরি গেছে তা নিশ্চিত হতে তদন্ত চলছে।

ফ্রান্সের হয়ে ১৯৮৪ ইউরোজয়ী প্লাতিনি ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফার সাবেক সভাপতি। তিনবার ব্যালন ডি'অরজয়ী (১৯৮৩, ১৯৮৪, ১৯৮৫) সাবেক এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ১৯৮৫ সালে জুভেন্টাসের হয়ে ইউরোপিয়ান কাপও (বর্তমানে চ্যাম্পিয়নস লিগ) জেতেন। ফ্রান্স জাতীয় দলের জার্সিতে ৭২ ম্যাচে ৪১ গোল করা প্লাতিনি ১৯৮২ ও ১৯৮৬ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও খেলেছেন।

২০০৭ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত উয়েফার সভাপতি পদে ছিলেন প্লাতিনি। আর্থিক কেলেঙ্কারিতে তখনকার ফিফা সভাপতি সেপ ব্ল্যাটারের সঙ্গে জড়িয়েছিল তাঁর নামও। তবে এ বছরের মার্চে তাঁকে অভিযোগ থেকে খালাস দেন আদালত।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বার্ষিক আয় প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ উপার্জন করে বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই)। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরেও এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট থেকে বিসিসিআইয়ের আয়ের অর্ধেকের বেশি এসেছে।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বোর্ডের আয়ের ৫৯.১০ শতাংশই এসেছে আইপিএল থেকে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বিসিসিআইয়ের আয় হয়েছে ৯৭৪২ কোটি রুপি। তার মধ্যে আইপিএল থেকে আয় ৫৭৬১ কোটি।

আইপিএল ছাড়াও ডব্লিউপিএল (নারী আইপিএল), আন্তর্জাতিক ম্যাচের সম্প্রচার স্বত্ব এবং বিভিন্ন স্পনসর থেকে আয় করে বিসিসিআই। ভারতের ম্যাচগুলো থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বিসিসিআইয়ের আয় ৩৬১ কোটি টাকা। আইসিসির কাছ থেকে এই অর্থবর্ষে ভারতীয় বোর্ড পেয়েছে ১০৪২ কোটি টাকা। যা বোর্ডের মোট আয়ের ১০.৭০ শতাংশ।

বিসিসিআইয়ের স্থায়ী আমানতের পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার কোটি রুপি। এর সুদ বাবদ বছরে প্রায় এক হাজার কোটি রুপি আয় হয় তাদের।

আইপিএল থেকে বিসিসিআইয়ের আয় প্রতি বছর ১০ থেকে ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে বলে মনে করেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। এই প্রতিযোগিতার ওপর ক্রিকেট অর্থনীতির নির্ভরশীলতা বাড়ছে। ফলে ভারতীয় বোর্ডের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা বাড়ছে আইসিসিরও।

চেলসি ছেড়ে আর্সেনালে তারকা ফরোয়ার্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চেলসি থেকে উইঙ্গার ননি মাদুয়েককে ৪৮.৫ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে দলে ভিড়িয়েছে আর্সেনাল। মাদুয়েক যুক্তরাষ্ট্রে হওয়া ক্লাব বিশ্বকাপে চেলসির স্কোয়াডে ছিলেন।

শুক্রবার দলবদলের খবর নিজেই জানিয়েছেন এই ইংলিশ উইঙ্গার।

ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছেন, আর্সেনালে আসতে পেরে আমি ধন্য। যারা এটি সম্ভব করেছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমি মাঠে নামতে এবং আমার প্রতি দেখানো বিশ্বাসের প্রতিদান দিতে আর অপেক্ষা করতে পারছি না। বিষয়টি অসাধারণ হতে চলেছে।

আর্সেনালের কোচ আর্তেতা বলেছেন, ননি একজন দারুণ তরুণ খেলোয়াড়। সাম্প্রতিক মৌসুমগুলোতে তার পারফরম্যান্স এবং পরিসংখ্যান ধারাবাহিকভাবে উচ্চ মানের ছিল। সে প্রিমিয়ার লিগের সবচেয়ে প্রতিভাবান লেফট উইঙ্গারদের একজন। মাত্র ২৩ বছর বয়সেও ননি ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবলের অভিজ্ঞতা পেয়েছে। সে প্রিমিয়ার লিগের খেলার ধরন খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক মৌসুমগুলোতে ননির পারফরম্যান্সের মান কাছ থেকে দেখে, আমরা সত্যিই আনন্দিত যে সে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছে। তার আগমন আমাদের স্কোয়াডকে সত্যিই উন্নত করবে।

২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ৩০ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে পিএসভি আইন্দহোভেন থেকে চেলসিতে যোগ দেন ননি। এরপর দ্য ব্লুজদের হয়ে ৯২ ম্যাচে ২০টি গোল করেছেন তিনি। গত মৌসুমে চেলসির কনফারেন্স লিগ জিততেও তিনি সহায়তা করেন। এর আগে ননি ক্রিস্টাল প্যালেস ও তারপর টটেনহ্যামের একাডেমিতে ছিলেন।

২০২৪ সালের আগস্টে তার ইংল্যান্ডের সিনিয়র দলে অভিষেক হয়। গত মাসে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অ্যান্ডোরাকে ১-০ গোলে হারানোর ম্যাচে হ্যারি কেইনের জয়সূচক গোলে সহায়তা করেন ননি। ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের কারণে তাকে দলে ভেড়ালো আর্সেনাল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR